সংবাদ

তারিখ 20 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

তনু হত্যার ১৩ মাস আজ

মামলার অগ্রগতি নিয়ে হতাশায় স্বজনরা

■ ধরাছোঁয়ার বাইরে ঘাতকরা

জাহিদুর রহমান, কুমিল্লা

হত্যাকাণ্ডের ১৩ মাস আজ পূর্ণ হলেও এখন পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরেই রয়ে গেছে দেশব্যাপী আলোচিত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রী ও নাট্যকর্মী সোহাগী জাহান তনুর প্রকৃত ঘাতকরা। ঘটনার পর থেকে তদন্তকারী সংস্থা একাধিকবার পরিবর্তন হলেও দীর্ঘ এ সময়ে হত্যা রহস্যের কোন কূলকিনারা হয়নি।

ধীরে ধীরে এ মামলার কার্যক্রমও অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। এদিকে তনুর ডিএনএ পরীক্ষায় ৩ ধর্ষকের শুক্রানু পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করা হলেও এ পর্যন্ত তাদের গ্রেফতার করতে পারেনি তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি। ঘাতকদের শনাক্ত করা কিংবা মামলার তদন্তে দৃশ্যমান কোন অগ্রগতি না থাকায় আলোচিত এ হত্যাকাণ্ডের বিচার পাওয়া নিয়ে হতাশ তনুর বাবা-মা ও স্বজনরা। এরপরও তারা খুনিদের বিচারের অপেক্ষায় দিন অতিবাহিত করছেন।

জানা গেছে, কলেজছাত্রী সোহাগী জাহান তনুর লাশ গত বছরের ২০ মার্চ রাতে কুমিল্লা সেনানিবাসের ভেতরের একটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা হয়। পরদিন তার বাবা কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অফিস সহায়ক ইয়ার হোসেন বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা আসামিদের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি মডেল থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন। থানা পুলিশ ও ডিবির পর গত বছরের ১ এপ্রিল থেকে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পায় কুমিল্লা সিআইডি। গত বছরের মে মাসে সিআইডি তনুর জামা-কাপড় থেকে নেয়া নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা করে ৩ জনের শুক্রানু পাওয়ার কথা গণমাধ্যমকে জানিয়েছিল এবং হত্যার আগে তনুকে ধর্ষণ করা হয়েছিল বলে তারা নিশ্চিত হয়েছিল। এদিকে দীর্ঘ ১৩ মাসেও তনু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত বা গ্রেফতার করতে না পারা, সামরিক

তনু : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

তনু : হত্যার

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বেসামরিক অর্ধশতাধিক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, দুই দফা ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনে মৃত্যুর সুস্পষ্ট কারণ উল্লেখ করতে না পারা, এমনকি ডিএনএ পরীক্ষায় ৩ ধর্ষণকারীর শুক্রানু পেলেও এ পর্যন্ত ডিএনএ ম্যাচ করে ঘাতকদের শনাক্ত করতে না পারায় এ মামলার ভবিষ্যৎ নিয়ে তনুর পরিবারসহ বিভিন্ন মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে। তনুর মা আনোয়ারা বেগম সাংবাদিকদের বলেন, দীর্ঘ ১৩ মাস হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত আমার তনুর খুনিদের শনাক্ত করতে পারেনি সিআইডি। তারা কি তদন্ত করছে তা বুঝতে পারছি না। আমি একজন মা হিসেবে আমার মেয়ের হত্যাকারীদের বিচার চাইছি।

আমরা কোন ব্যক্তি বা সংস্থার বিপক্ষে না, এ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাকুক না কেন তাঁদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানাচ্ছি। এ বিষয়ে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও সিআইডি-কুমিল্লার সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার জালাল-উদ্দীন আহমেদ বলেন, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলামতের ফরেনসিক রিপোর্ট হাতে আসার পরই আমরা দেশবাসীকে সহসাই একটি ফলাফল দেখাতে পারব। তদন্তের স্বার্থে এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্য করতে চাই না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................................
তারিখ.................................
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি. এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর